

## চৌদ্দগ্রামের চিওড়া সরকারি কলেজ শিক্ষকের অধিকাংশ পদ খালি, পাঠদান ব্যাহত

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি •

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার চিওড়া সরকারি কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারীদের ৪৩টি পদের ২৫টিই খালি। এর মধ্যে চারটি বিভাগে কোনো শিক্ষকই নেই। পদগুলো শূন্য থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৬৯ সালে চিওড়া এলাকার কাজী জহিরুল কাইয়ুম সাত একর ৯২ শতক জায়গা নিয়ে চিওড়া সরকারি কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। কলেজে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকের পদের সংখ্যা ২৪টি। এর মধ্যে ১৩টি খালি। বাংলা বিভাগে প্রভাষকের তিনটি পদের মধ্যে ২০১২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে একটি খালি।

ইংরেজি বিভাগে একমাত্র প্রভাষকের পদটি গত বছরের ২০ অক্টোবর থেকে খালি। অর্থনীতি বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষকের মধ্যে একটি পদ খালি। ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রভাষকের তিনটি পদের মধ্যে দুটি, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে দুটি পদের মধ্যে দুটি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষকের দুটি পদের দুটি, ইসলামের ইতিহাসের দুটি পদের মধ্যে দুটি পদই শূন্য।

কলেজের ষাটশ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থী কাজী ইফতেদা সুলতানা বলেন, কলেজে ইংরেজির কোনো শিক্ষক নেই। বাংলা শিক্ষক মাঝেমাঝে ক্লাস নেন। মেয়েদের কোনো কমনরুম নেই। কম্পিউটার ল্যাবরেটরিও নেই। প্রথম বর্ষের বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র মো. আসিফুর রহমান বলেন, 'অনেক আশা নিয়ে সরকারি এই কলেজটিতে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু শিক্ষকের অভাবে আমরা এখন ক্লাস করতে পারি না।'

কলেজের অফিস সহকারী জাফর আহমেদ চৌধুরী বলেন, 'এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে একাদশ শ্রেণীতে ২৯৬ জন, ষাটশ শ্রেণীতে ৩৪৭ জন এবং ডিগ্রি (পাস) কোর্সে ১১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। কর্মচারীদের ১৯টি

অধ্যক্ষসহ শিক্ষকের পদের সংখ্যা ২৪টি। এর মধ্যে ১৩টি খালি। ইংরেজি বিভাগে একমাত্র প্রভাষকের পদটি গত বছরের ২০ অক্টোবর থেকে শূন্য রয়েছে।

পদের মধ্যে ১২টিই খালি। জীববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কনক বড়ুয়া বলেন, ডরমিটরি থাকলে এখানকার শিক্ষকেরা হয়তো বদলির চেষ্টা করতেন না। তাই সবার আগে এখানে শিক্ষকদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ এস এম আশরাফ হোসেন বলেন, 'শিক্ষকের অভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক না থাকায় সপ্তাহে এক দিন করে অতিথি শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কলেজের পশ্চিম পাশের বিতল পরিভ্রান্ত ভবনটিতে নতুন একাডেমিক ভবন, শিক্ষকদের জন্য ডরমিটরি এবং শিক্ষকদের আরও পদ সৃষ্টি করে সরকারি এই কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু করলে গ্রামের মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হবে।

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক নিজামুল করিম বলেন, চিওড়া সরকারি কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীর শূন্য পদ পূরণ করা অভয় জরুরি। তবে আবাসিক সমস্যার কারণে এখান থেকে শিক্ষকেরা বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। এতে সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে।